যুগান্তর

তারিখ 16 MAR 2003
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

শিক্ষা প্রকৌশল দফতর : যোগ্যতা নয় তদবিরই যেখানে সবকিছুর নিয়ামক

হাসান আরেফিন

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় চরম বিশৃংখলা চলছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতা ও বৈষম্যনীতির কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যোগ্যতা নয়, তদবিরই সেখানে এখন সকল কাজের নিয়ামক। ফলে একদিকে দুর্নীতি ও অনিয়মের সঙ্গে জড়িত চক্রের তৎপরতা যেমন বেড়ে গেছে অপরদিকে প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে। সূত্র মতে, দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও সংস্কারে নিয়োজিত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের বর্তমান কর্মরত জনবল রয়েছে ১ হাজার ২১৮ জন। এর মধ্যে ৬৯৯ জন বিভিন্ন প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী। তারা দীর্ঘ ২৫-৩০ বছর যাবৎ চাকরি করলেও কেউ স্থায়ী হননি। অনেকের বেতন-ভাতাও নিয়মিত নয়। বিগত বছরগুলোতে প্রকল্পভুক্ত এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বেশ কয়েকবার। এক মন্ত্রণালয় থেকে আরেক মন্ত্রণালয়ে নথি চালাচালিও হয়েছে। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় সবকিছু আটকে যায়। সর্বশেষ গত বছরের নভেম্বর মাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিষয়টি উত্থাপিত হলে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক সমস্যাটির দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠনের ঘোষণা দেন। কিন্তু পরবর্তীতে শিক্ষামন্ত্রীর ঘোষণারও কোন বাস্তবায়ন হয়নি। সূত্র জানায়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীরা পদোন্নতি বৈষম্যের শিকার। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদফতরের

তদবির : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৮

তদবির : শিক্ষা প্রকৌশল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিয়োগবিধিতে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বা তদূর্ধ্ব পদে পদোন্নতির বিধান রয়েছে।

সূত্র জানায়, অধিদফতরের অধীনে বর্তমানে ২০টি সহকারী প্রকৌশলীর পদ শূন্য রয়েছে। এসব শূন্যপদে পার্শ্ববর্তী জোন বা জেলার প্রকৌশলীদের দ্বৈত দায়িত্ব দিয়ে চালানো হচ্ছে। এতে প্রশাসনিক কার্যক্রমে দারুণভাবে ব্যাঘাত ঘটছে। অথচ দীর্ঘদিনের দাবি সত্ত্বেও সিনিয়র উপ-সহকারী প্রকৌশলীদের পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে না। ১৭ সিনিয়র উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সিলেকশন গ্রেড প্রদান বন্ধ রাখা হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, প্রকৌশলীদের বদলির ক্ষেত্রে কোন নিয়মনীতি মানা হচ্ছে না। যোগ্যতা নয় তদবিরই এখানে সকল কাজের নিয়ামক।